79

দৈনিক বাংলা

29 JAN 1996
তারিখ 29 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কোরআন বিভাগের মেধাবী ছাত্র মোঃ ইউনুস-এর খাতায় কারচুপির তদন্ত শেষ না হতেই উক্ত বিভাগে পুনরায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। গত ১৩ জানুয়ারী শনিবার উক্ত বিভাগের ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রদের অনার্স ১ম বর্ষের ১০১নং কোর্সের বিশেষ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে উক্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

জানা গেছে, ঐদিন পরীক্ষা শুরুর আধা ঘন্টা পর বিভাগীয় চেয়ারম্যান, উক্ত পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ডঃ এ এইচ এম ইয়াহইয়ার রহমানকে তার অফিস কক্ষে ডেকে নিয়ে পরীক্ষার এক সপ্তাহ পূর্বে প্রাপ্ত ১০টি প্রশ্ন সংবলিত একটি পত্র (জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক প্রেরিত) দেখান। যার সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের শতকরা আশি ভাগ মিল পাওয়া যায়। এ সময় বিভাগীয় চেয়ারম্যান তাহির আহমেদ ও পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ডঃ এ এইচ এম ইয়াহইয়ার মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়। এক পর্যায়ে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি বিভাগীয় চেয়ারম্যানের নিকট এক সপ্তাহ পূর্বে পত্র পেয়েও পরীক্ষা শুরুর পূর্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণ জানতে চাইলে তিনি নীরব থাকেন। এরপর বিভাগীয় চেয়ারম্যান তাহির আহমেদ নিয়মবহির্ভূতভাবে পরীক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যতীত জোরপূর্বক উক্ত পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেন এবং পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সীল করার নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি বিস্তারিত জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট লিখিত পত্র দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, শাহেদ চৌধুরী কর্তৃক ডাকযোগে প্রেরিত পত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রক্টর ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা শুরুর এক সপ্তাহ পূর্বে পেয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জানান। তবে শাহেদ চৌধুরী নামে আল-কোরআন বিভাগে কোন ছাত্র নাই বলে বিভাগীয় অফিস সূত্রে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে আল-কোরআন বিভাগের চেয়ারম্যান তাহির আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান। ভিসি প্রফেসর মুহম্মদ ইনাম-উল হক ঘটনার দিন (১৩ জানুয়ারী) বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত না থাকায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে বিষয়টি তদন্ত করা হবে বলে জানান।

এদিকে, ইতিপূর্বে মোঃ ইউনুস নামে একজন মেধাবী ছাত্রের মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষার খাতার লুজ শীট ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগে আল-কোরআন বিভাগের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ মোঃ মামুনকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

অপরদিকে, আল-কোরআন বিভাগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সিনিয়র শিক্ষক অভিযোগ করেছেন, মেধাবী ছাত্রের খাতার কারচুপির বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার জন্য চেয়ারম্যান তাহির আহমেদ আদর্শিক মতবিরোধের কারণে পরীক্ষা কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছেন।